গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের জুন/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মহঃ শের আলী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৩ জুন, ২০২১
সভার সময়	বেলা ০২:৩০ ঘটিকা
স্থান	সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। অতঃপর সভাপতি পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কে কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরুর অনুরোধ করেন।

সভার আলোচ্য সূচি:

(১) বিগত ২৫-০৫-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

(২) বিগত ২৫-০৫-২০২১ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বিষয়াদির পর্যালোচনা।

মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের দ্বিমত না থাকায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিগত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত		
১।	জিএসবি কর্তৃক আয়োজিত মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রস্তুতি কমিটি আগামি ২০২২ সালে বৃহৎ পরিসরে জিএসবি'র ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের প্রস্তুতি কমিটি হিসাবে কাজ করবে। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ইতোমধ্যেই এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। কমিটির পক্ষ হতে মহাপরিচালককে জানানো হয়, কমিটি এ সংক্রান্ত ১টি সভা করেছে। অতি শীঘ্র কমিটির পক্ষ হতে উদযাপন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা মহাপরিচালক বরাবর পেশ করা হবে।	ক) জিএসবি'র ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের প্রস্তুতি কমিটি উদযাপন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি

২।	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনাকালে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, বর্তমানে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন এবং কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব শাখা হতে ১ টি দল বহিরঙ্গনে অবস্থান করছে। এ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে জিএসবির এপিএ'র মানচিত্রায়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া খনন কাজ সংক্রান্ত আলোচনায় অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট শাখার শাখা প্রধান জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, খনন কাজের প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে। প্রতিবেদন জমা দেবার পরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।	ক) খনন কাজের প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির পরে পরবর্তী করণীয় সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।	অর্থনেতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখা সহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা
৩।	ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মহাপরিচালকের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, উপস্থাপনা তৈরির কাজ এখনো শেষ হয়নি। তিনি উপস্থাপনা তৈরির কাজ সম্পন্ন করে এটি সকলের সামনে উপস্থাপন করবেন। এ সংক্রান্ত অন্য একটি প্রস্তাবে তিনি বলেন, উপস্থাপনার পূর্বেই যদি ১টি ছোট দল তৈরি করে দেয়া হয় তাহলে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ের সভাগুলোতে সেই দল থেকে সদস্যগণ বিভিন্ন সময় জিএসবির পক্ষে উপস্থিত থাকতে পারবেন। এ পর্যায়ে সভার সকল সদস্য বলেন, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এর উপস্থাপনার পরে আলোচনাক্রমে এ বিষয়ে পরবর্তী করনীয় নির্ধারণ করা হবে মর্মে পূর্ববর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে উপস্থাপনার পরেই এ সংক্রান্ত দল গঠণ অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে।	ক) জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা করবেন। পরবর্তীতে আলোচনাক্রমে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হবে।	জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)
৪।	জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি জিএসবি যে সকল কাজ সম্পন্ন করেছে সব কিছু একত্রিত করে তালিকা আকারে ১টি পুস্তিকা প্রকাশের বিষয়ে মহাপরিচালক আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সকল সদস্যগণ এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করেন। জিএসবি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে গঠিত প্রস্তুতি কমিটি অতি শীঘ্রই জিএসবির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য উদযাপন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করবে। অতঃপর ১টি আয়োজক কমিটি গঠিত হবে। এ আয়োজক কমিটির মাধ্যমেই পুস্তিকা প্রকাশের কাজটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।	ক) জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি জিএসবি যে সকল কাজ সম্পন্ন করেছে সব একত্রিত করে তালিকা আকারে ১টি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	
প্রশাসনিক আলোচনা			

১।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জুন মাসে লকডাউন থাকা সত্ত্বেও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১ টি ও কর্মচারিদের সমন্বয়ে ১ টি মোট ২টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। জুন মাস পর্যন্ত এপিএতে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতি ৩৬.১১ জনঘন্টা যা এপিএ লক্ষ্যমাত্রার ৭০.২২%। তিনি আরো জানান, সকল শাখা প্রধানগণের সাথে আলোচনা হয়েছে। ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রতিটি শাখা হতে সম্ভাবনাময় ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব/মডিউল জমা দেয়া হবে। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) মহাপরিচালক বরাবর প্রস্তাব করেন, আগামিতে জিএসবিতে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। যোগদানের পর এ সকল কর্মকর্তাকে সরাসরি প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখায় সংযুক্ত করলে তাদেরকে এ শাখার অধীনে বিভিন্ন ধরনের ভূ-বৈজ্ঞানিক ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং পরবর্তীতে তাদের নিজেদের কাজের আগ্রহের শাখাগুলো চিহ্নিত করে বিভিন্ন ভূ-বৈজ্ঞানিক শাখায় সংযুক্ত করা হবে। এর ফলে এপিএর প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। পাশাপাশি দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।	ক) প্রতিটি শাখা হতে সম্ভাবনাময় ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব/ মডিউল জমা দিতে হবে। খ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এপিএর ২০২১-২২ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ক) প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা
২।	জিএসবির নিজস্ব আইন/বিধি প্রণয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, কমিটি নিজেদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সভা করেছে এবং সকল সদস্যের মধ্যে কার্য বন্টনের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছে। তারা বিভিন্ন দপ্তরের আইন/বিধি পর্যালোচনার পাশাপাশি আইন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরগুলোর সাংগঠনিক বিন্যাস থেকে ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। প্রয়োজনানুসারে কমিটির সদস্যগণ জিএসবির অবসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন মহাপরিচালকের সাথেও যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করছেন। পরবর্তীতে কমিটির পক্ষ হতে এ সংক্রান্ত অগ্রগতি জানানো হবে। মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরামর্শ প্রদান করেন।	ক) জিএসবির কার্যাবলী, সাংগঠনিক বিন্যাস ও আইনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে ১টি আইন প্রণয়ন করতে হবে।	জিএসবির আইন/বিধি প্রণয়ন কমিটি
৩।	২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনায় এপিএ'র টিম লিডার ও পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষণ মোতাবেক জিএসবি'র মিশন ও ভিশন পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে, এপিএ টিম এবং এপিএ'র সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য টিম যেমনঃ শুদ্ধাচার, ইনোভেশন, ই-নথি, আইসিটি ও ওয়েব টিমের সাথে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সমন্বয়ে জিএসবি'র মিশন ও ভিশন পূণঃনির্ধারণ করার জন্য আলোচনা করা হয় এবং মিশন ও ভিশন পূণঃনির্ধারণ করা হয়।	ক) ইতোমধ্যেই জিএসবি'র মিশন ও ভিশন পূণঃনির্ধারণ করা হয়েছে।	কাজ সম্পন্ন

৪।	নির্মাণাধীন মুজিব কর্ণার সংশ্লিষ্ট আলোচনায় জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, মুজিব কর্ণার তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিন্তু মুজিব কর্ণারের আশেপাশের ঘর ও দরজাগুলো সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি মুজিব কর্ণারের তুলনায় জীর্ণ মনে হচ্ছে। তাই পরবর্তীতে ঘর ও দরজাগুলো প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং রং করার ব্যবস্থা করা গেলে মুজিব কর্ণারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। মহাপরিচালক জানান, তিনি মুজিব কর্ণার উদ্বোধনের বিষয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলেছেন। সিনিয়র সচিব মহোদয় মুজিব কর্ণার উদ্বোধনের সাথেই এ উপলক্ষে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে বলে মতামত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করা হবে।	ক) পূর্ত কাজের আওতায় মুজিব কর্ণারের আশেপাশের ঘর ও দরজাগুলো রং করার ব্যবস্থা করতে হবে। খ) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মুজিব কর্ণারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করার বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।	মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটি/অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
৫।	জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জিএসবির গবেষণা খাতের বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন, গবেষণা খাতের নীতি নির্ধারণের জন্য ইতোপূর্বে ১টি কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে এ কমিটি হতে নীতি নির্ধারণের পূর্বেই গবেষণা প্রস্তাব চাওয়া এবং অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। তিনি এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান। মহাপরিচালক জানান, পরবর্তীতে পৃথক সভায় এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।	ক) বহিরঙ্গান সম্পৃক্ত গবেষণা প্রস্তাবগুলো নিয়ে পরবর্তীতে পৃথক সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
	বিবিধ আলোচনা		
১।	বিবিধ আলোচনায় জিএসবির নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট জনাব শাহতাজ করিম, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, ইতোপূর্বে জিএসবির শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর আওতায় নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক জিএসবির গবেষণাগার পরিদর্শন করা হয়। নৈতিকতা কমিটির সভাপতি হিসাবে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এ পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়। গবেষণাগার পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা থাকলেও অদ্যবধি ২টি শাখা হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি। তিনি আরো উল্লেখ করেন, এ পরিদর্শন প্রতিবেদন শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার প্রমানক হিসাবে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানদেরকে দ্রুত পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করতে বলেন।	ক) দূর অনুধাবন এবং জিআইএস এবং ভূপদার্থিক তথ্য বিশ্লেষণ ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ শাখা হতে দ্রুত গবেষণাগার পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	শাখা প্রধান, দূর অনুধাবন এবং জিআইএস এবং ভূপদার্থিক তথ্য বিশ্লেষণ ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ শাখা

২।	বিবিধ আলোচনায় জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবির ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনায় যে জমি রয়েছে সেসকল জায়গায় আঞ্চলিক অফিস করার জন্য জিএসবি থেকে একাধিকবার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক অফিস করার জন্য অতিরিক্ত জনবলসহ ডিপিপি তৈরির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আঞ্চলিক অফিসের পরিবর্তে বগুড়ায় জিএসবির যে ক্যাম্প অফিস আছে তার আদলে অন্য জায়গাগুলোতেও যদি ক্যাম্প অফিস করা যায় তাহলে জায়গাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি ঐ অঞ্চলের বহিরঙ্গন কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। এর জন্য অতিরিক্ত জনবল ও প্রয়োজন হবে না। বিদ্যমান জনবল দিয়েই ক্যাম্প অফিস পরিচালনা সম্ভব। তিনি ইতোপূর্বে এ বিষয়ে ১টি খসড়া প্রস্তাবনা তৈরি করে মহাপরিচালককে অবহিত করেছেন। বিষয়টি সকলের অবগতির জন্য সভায় উত্থাপন করা হল। মহাপরিচালক এ প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তিনি খসড়া প্রস্তাবটিতে ক্যাম্প অফিসের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করতে বলেন, যেমনঃ নমুনা সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন, চট্টগ্রামের জমিতে Landslide Early Warning System স্থাপন, খুলনার অফিস হতে GeoUpac প্রকল্পের কাজ পরিচালনা ইত্যাদি। তিনি আরো উল্লেখ করেন, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন কর্মকর্তাকে ঐ অঞ্চলের ক্যাম্প অফিসের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে। তিনি খসড়া প্রস্তাবটির প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে বলেন।	ক) জিএসবির ঢাকার মিরপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনার জায়গায় ক্যাম্প অফিস স্থাপনের খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা। জনাব আবদুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

ড. মহঃ শের আলী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৩৩

তারিখ: ১৭ আষাঢ়.১৪২৮
০১ জুলাই ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ।

৩) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-১, সভাপতি, আইসিটি ও ওয়েব টিম (জিএসবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ), জিএসবি, ঢাকা।

৪) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-১, বাংলাদেশ ভূত্বাত্তিক জরিপ অধিদপ্তর।

৫) সাঁট মূদ্রাক্ষারিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

মঈনউদ্দিন আহম্মেদ
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)